বিস্তারিত তথ্য জানতে, আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটে নজর রাখুন।

সুধীজন স্বাগত

An Online News Bulletin for Preservation and Promotion of Bengali Language and Culture. An initiative of the Bengal Association, Delhi

23 pages

Date of Publishing 7th September, 2023

অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ- ২৬৭

ASSOCIATION SAMBAD

September -2023 Volume 24 No. 6

If undelivered please return to
Bengal Association, Banga Sanskriti Bhawan,
18-19, Bhai Veer Singh Marg,
Gole Market, New Delhi - 110001Tel. 23344808
E.mail : bengalassociation1819@gmail.com

www.bengalassociation.com

সেপ্টেম্বর - ২০২৩

সম্পাদকের কলমে

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
ফুটিল প্রভাততারা।
হেথা হোথা হতে পাখিরা গাহিল
ঢালিয়া সুধার ধারা।

আহা, কত আনন্দ এই এক জীবনে! অবশেষে আকাশের চাঁদ মাটির বুকেতে নেমে এলো। আর কেউ বলবে না, অভিমানিনী চাঁদ কেনো আসে না আমার বাড়ি। বিশ্বের প্রায় ১৪০ কোটি মানুষের আনন্দোচ্ছ্বাস এবং আনন্দ-বেদনা-গৌরবের এক অম্ল-মধুর অনুভূতিকে যাপন করে, রূপকথার চাঁদমামা অবশেষে ধরা দিলো আমাদের মাঝে। মেঘেদের উড়ো চিঠি জানান দিলো, এবার থেকে চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দেওয়ার জন্য, আর মাছের মুড়ো, কালো গাইয়ের দুধ, দুধ খাওয়ার বাটি দিয়ে, সাধ্যি সাধনা করার প্রয়োজন নেই। সাফল্যের দরজা উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি হাতে এসে যাওয়ায়, বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের রূপ রস, সুন্দরের বহু বিচিত্র ঐকতান, অজানা রহস্যের মোড়ক, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে আমাদের মাঝে। এই মুহূর্তে আমার দেশ ধর্মে মহান হতে সচেষ্ট থাকলেও, কর্মে মহান হয়ে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। চন্দ্রায়ণের গৌরবে ইসরো, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক সুরে বেঁধে, বুঝিয়ে দিলো বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে "ব্যর্থতা" নামক শব্দটা তাদের অভিধান থেকে, ক্রমশঃ কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। যদিও সুখের স্বর্গ রচনায়, এই পথ মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিলো না। পিয়াসি চকোরীর দিন গোনা হয়তো ফুরালো। দেশের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের কঠিন অধ্যবসায় এবং নিরলস পরিশ্রম, এক লহমায় বুঝিয়ে দিলো, জোছনা রাতের মায়াবী চাঁদকে হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব। চল্লিশ দিনের এই অভিযানে, প্রাপ্তির ঝুলি পূর্ণ হতেই, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী হওয়া, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আমার দেশ, হয়ে উঠলো সকল দেশের সেরা। ভাবলে গর্ব হয়, এবার থেকে আমার জন্মভূমি, সকল দেশের রানী হয়েই বিরাজ করবে চিরকাল।

সমগ্র ভারতবাসীর সাথে বাঙালি জাতিরও গর্বের দিন আজ। চাঁদমামাকে নিয়ে মানব জীবনে জমে থাকা কত স্বপ্ন, কত ইচ্ছে, কত কল্পনা, বিশ্বের সামনে মেলে ধরার সুযোগ পেলেন, বেশ কয়েকজন মেধাবী বঙ্গসন্তান। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী গবেষক অমিতাভ গুপ্ত, সায়ন চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, চাঁদের রহস্য

উদঘাটনে যুক্ত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দেড় ডজন বাঙালি বিজ্ঞানী। ছোটবেলায় বইয়ের পাতায় পড়েছিলাম, মানব ইতিহাসে প্রথম চন্দ্র অভিযানে গিয়ে, চাঁদের মাটিতে পা রেখেছিলেন, নীল এলডেন আর্মস্ট্রং। কিন্তু ওনার সাথী ছিলেন আরও দুজন বিখ্যাত মানুষ যাঁরা হলেন, এডউইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স। আজও মনে পড়ে, স্কুল শিক্ষকের কাছে শুনেছিলাম, সর্বপ্রথম চাঁদের মাটিতে নীল আর্মস্ট্রং অবতরণ করলেও, সামান্য একটুর জন্য এই খেতাব থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল, এডউইন ইউজেন বাজ অলড্রিনকে, যিনি তাঁর আত্মজীবনী "রিটার্ন টু আর্থ" বইয়ের পাতায় সেইসব কাহিনী বর্ণিত করে গেছেন। ভারতের মতো গরীব দেশে হয়তো প্রশ্ন উঠতেই পারে, এতো টাকা খরচ করে চন্দ্রাভিযানের প্রয়োজনটা কি? কোনোরকম তর্কে না গিয়ে, খুব জানতে ইচ্ছে করে, যে দেশে প্রায় সমপরিমাণ অর্থে, সামান্য বিনোদনের জন্য একটা সিনেমা তৈরীতে ওই টাকা খরচ করা হয়, মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য কি সত্যিই এইটুকু মেনে নেওয়া যায় না? শোনা যায়, নীল আর্মস্ট্রং বলেছিলেন, "এটি একটি ছোট পদক্ষেপ হলেও, মানবজাতির জন্য কিন্তু এক বিরাট ঘটনা।" তাই ক্ষেত্র বিশেষে, কবির কথায়, পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি বলে মনে হলেও, চাঁদমামা সবসময়ই আমাদের কাছে একটা বিস্ময় ছিলো, আছে এবং থাকবেও।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন নিজস্ব সংবাদ

গত ৫ই আগস্ট মুক্তধারা মঞ্চে, কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বাইশে শ্রাবণ স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়েছে "রয়েছে নয়নে নয়নে" শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব মহিলা কয়্যার গ্রুপ। আমন্ত্রিত সঙ্গীত শিল্পীদের গানের পর, কবিতা পাঠ এবং নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ সঞ্চালনায় ছিলেন ভাস্বতী গোস্বামী।

গত ১১ই আগস্ট মুক্তধারা মঞ্চে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অদম্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনায়, "বার্ষিক বিদ্যালয় দিবস" অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। বিভিন্ন বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। পুরস্কার বিতরণীর পরে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। এই বিশেষ দিনে মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠেছিল, শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, শ্রী মঞ্জরী ভূষণ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী শুভ্রা ঘোষ ও শ্রীমতী ভারতী দাস এই সমস্ত গুণী প্রাক্তন প্রধান

শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। বর্তমান প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শ্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী অলকা বনসাল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ডঃ অমিতাভ মুখার্জী, শ্রীমতী শিপ্রা দাস সহ আরও বহু গুণী মানুষ। এতো সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য আমাদের শিক্ষা বিভাগের সকল দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্যদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইলো।

গত ২৪শে আগস্ট, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা পরিচালিত "অঙ্কুর" প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বই খাতা সহ অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সামগ্রী উপহার দিয়েছেন শ্রামুণ ফাউন্ডেশন। যেসব শুভানুধ্যায়ীগণ, অভাবী বাচ্ছাদের কথা ভেবে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী, নিয়মিত দানের মাধ্যমে বাচ্ছাদের পোশাক, খাদ্য এবং অন্যান্য খরচে মুক্তহস্তে দান করেছেন তাঁদের এই মহৎ প্রয়াসে এগিয়ে আসার জন্য সংস্থার প্রতি রইলো অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গত ২৯শে আগস্ট, সকালে দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, All India Centre for Urban Rural Development (AICURD) এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবীর সংস্থার (NGO) সাথে যৌথ উদ্যোগে, একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, চৌদ্দ থেকে বাইশ বছরের প্রায় ১৮০জন দুঃস্থ কন্যাদের, "বালা স্যানিটার ন্যাপকিনের সেট" এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত সামগ্রী, বিতরণ করা হয়েছে। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রী দেবাশীষ ভৌমিক এবং কনভেনার শ্রীমতী সূপর্ণা মুখার্জী। এইদিনের অনুষ্ঠানে, নারী বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে, নিজেদের বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী সূপর্ণা মুখার্জী, শ্রীমতী মহুয়া রায় ও শ্রীমতী সোমা সেন।

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এবং সযত্ন প্রয়াসে বেড়ে ওঠা, অঙ্কুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় মদনপুর খাদারের বস্তি এলাকার, দরিদ্র নারীর ক্ষমতায়নের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা হিসাবে, একটি মহৎ সেবায় এগিয়ে এসেছে রাজধানী দিল্লির "লে রিদম ফাউন্ডেশন"। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রায় ৭৫জন দরিদ্র মহিলা স্পোকেন ইংলিশ, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট, বিউটিশিয়ান, নৃত্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে নিজেদের স্বনির্ভর করতে সক্ষম হচ্ছেন। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে লে রিদম ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার শ্রী রাজীব মুখোপাধ্যায়কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই।

PURBO DIGANTA FOUNDATION
PRESENTS
SHORTS
হমি নারী
the woman
A FESTIVAL OF SHORT FILMS
16th SEPTEMBER 2023, 11 am ONWARDS
MUKTADHARA AUDITORIUM, 18-19 BHAI VEER SINGH MARG, GOLE MARKET
PROGRAMME
INNAUGURATION BY THE GUESTS OF HONOUR - 11:00 am
@12 NOON
KOSHA MANGSHO
Written and Directed by
VARUN KHETTRY
@12:30 PM
CRACKING THE GLASS CEILING
A Film by
RAJADITYA BANERJEE
@1:15 PM
LEVISH
A Film by
MANAS NANDA & RAHUL MUKHERJEE
@2:30 PM
AURORA BOREALIS
A Film by
MANAS BASU
@3:15 PM
EBONG CHHAAD
A Film by
SREELEKHA MITRA
@4:00 PM
A SUITABLE MAN
A Film by
RESHMI MITRA
@4:45 PM
PARICHAY
A Film by
PROMITA BHOWMIK
@6:00 PM
WHO AM I ek zindegi
A Film by
RITUPARNA SENGUPTA
@6:45 PM
PERFORMANCE BY THE STUDENTS OF LE RYTHME SCHOOL
FOLLOWED BY MERRIT AWARDS 2023 & CLOSING CEREMONY @7:15 PM

গত ২রা সেপ্টেম্বর, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, "পাঞ্চজন্য - কবির কলমে কবির কণ্ঠে" শীর্ষক একটি অসাধারণ কবিতা সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল আমাদের বঙ্গসংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে। প্রায় চল্লিশজন প্রবীণ এবং নবীন কবি তাঁদের লেখনী মেলে ধরলেন এই উৎসবের আঙিনায়। আমাদের মনোবল বাড়িয়ে তুলতে উপস্থিত হয়েছিলেন, প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন। ওনার মনের গভীরে জমে থাকা কিছু অব্যক্ত কথা, আমাদের সবার সাথে ভাগ করে নিয়ে, উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করলেন। আমন্ত্রিত কবিদের কবিতা পাঠের পর, আমাদের সাহিত্য পরিকল্পনা বিভাগের গুণী সদস্যদের কলম থেকে উঠে এলো আরও কিছু মণিমুক্তো। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে কবিতার সুরে গাঁথা হয়েছিল ভুবন, আলোকিত হয়ে উঠেছিল আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন। বহুদিন পর, রাজধানী দিল্লি শহরের অসংখ্য কবিতা প্রেমী মানুষ, এমন সুন্দর সুপরিকল্পিত সন্ধ্যার মৌতাত গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন।

আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, "পাঞ্চজন্য" শীর্ষক একটা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এই বিশেষ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যই ছিল, রাজধানী দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের কবিদের, নিজের লেখা কবিতা, প্রবাসে সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং পরস্পরের চর্চার মাধ্যমে একটা যোগসূত্র তৈরী করে, সেতুর মেলবন্ধন ঘটানো। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে, আপনাদের সকলের ভালোবাসায়, বিগত কয়েকটা বছরে, বেশ সাড়ম্বরে কয়েকটি কবিতা সন্ধ্যা, আমরা দারুনভাবে যাপন করেছিলাম, খুঁজে পেয়েছিলাম, আমাদের পথ চলার আনন্দ। কিন্তু করোনার ভ্রূকুটি তো ছিলোই সাথে ছিলো আরও কিছু অনিবার্য কারণ। আমরা এই কবিতা সন্ধ্যা নিয়মিত ভাবে যাপনে বঞ্চিত হয়েছিলাম। আমরা যারা কবিতা নিয়ে ঘর বাঁধি, কবিতার গন্ধ মেখে বাঁচাতে চেষ্টা করি, তাদের তেষ্টা আরও বেড়ে যায়। তাই পালকি পালকি ভাবনা মনে ভিড় করে এলে, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাহিত্য পরিকল্পনা বিভাগ, আশায় বুক বেঁধে, এবছর থেকে আবার শুরু করে দিলো, নতুন করে পথ চলা। তারই ফসল সেদিনের এই "কবির কলমে কবিতা পাঠের আসর"।

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত ও MAX-BLK Hospital-এর সহযোগিতায়, দ্য ইউনিয়ন একাডেমী বিদ্যালয়ে, "লিঙ্গ সমবেদনা" (Gender Senstisation) বিষয়ে একটি বক্তৃতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। এই শিবিরে ডঃ আশীষ কুমার, বিদ্যালয়ের ১১ এবং ১২ শ্রেণীর, ছাত্রদের এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবগত করান। এই অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অলকা

বনসল, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী, শ্রীমতী সুপর্ণা মুখার্জী, শ্রী সুমন সেন এবং ডঃ তপন মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। ডঃ আশীষের আলোচনার পর শ্রীমতী বনসল এবং বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ, ছাত্রদের এই বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামত জানান। শিবিরের ব্যবস্থাপনা ও সাফল্যের জন্য বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ডঃ আশীষ কুমার, শ্রীমতী বনসল, Max-BLK ও ইউনিয়ন একাডেমি স্কুলের কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানানো হয়।

বঙ্গসংস্কৃতি উৎসব সংক্রান্ত বিশেষ ঘোষণা

বঙ্গসংস্কৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে, দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন যে "নৃত্য প্রতিভা অন্বেষণ" প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা আয়োজিত জি-২০ সম্মেলন এবং দিল্লি ট্রাফিক পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, যাতায়াতের সীমাবদ্ধতার কারণে, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে আমরা আয়োজনে অসমর্থ হয়েছি। অসুবিধার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। পরিবর্তে আগামী ১৪ই অক্টোবর, ২০২৩ শনিবার এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রতিভা অন্বেষণ (নৃত্য) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে, আগামী ১৪ই অক্টোবর, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানানো হলো। আশাকরি, আমরা সকলের সহযোগিতা আমরা আগের মতোই পাবো। (সময় পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হবে।)

আসন্ন একবিংশতম দিল্লি বইমেলায় আমরা প্রতিবারের মতো বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার হিসাবে প্রতিবারের মতো এবারেও বুক কুপন দেওয়া হবে। মূলত পরবর্তী প্রজন্ম এই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ নেয় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বাংলা সাহিত্য তথা ভাষাকে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আমাদের এই পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে আপনিও আপনারা তার পুরোটায় কিছুটা অংশের খরচ বহন করলে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের হাতে হাত রেখে অনেকটা এগোনো সম্ভব। সামগ্রিক বা কিয়দংশ খরচ বহন করলে কুপনগুলিতে বিজ্ঞাপনের সুযোগও প্রদান করা হবে। আশা করব আপনারা স্বতঃ স্ফূর্তভাবে এই মহৎ কার্যে এগিয়ে আসবেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করানোর এই বিশেষ উদ্যোগে অংশীদার হবেন।

অঙ্কুর ankur

মদনপুর খাদার অঞ্চলে প্রান্তিক শিশুদের জন্য
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের স্কুল 'অঙ্কুর'।
স্কুলটির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন।
নিচে QR Code স্ক্যান করে মুক্তহস্তে দান করুন।

A GENEROUS STEP TOWARDS THE GROWTH OF EDUCATION, PLEASE JOIN HANDS WITH US AND DONATE FOR **'ANKUR'** OUR PRIMARY SCHOOL AT MADANPUR KHADAR FOR THE UNDERPRIVILEGED. OUR SUPPORT TODAY, CAN GIVE THEM WINGS TO REACH THE SKY TOMMORROW!

Paytm Accepted Here

PLEASE SCAN THE QR CODE IF YOU WISH TO CONTRIBUTE FOR THIS NOBLE CAUSE. IN ORDER TO OBTAIN A RECEIPT PLEASE SHOW THE SCREEN SHOT OF THE TRANSACTION AT BENBAL ASSOCIATION MUKTADHARA OFFICE.

FOR FURTHER INFORMATION
CONTACT: 73034 54989

REGISTRATION No. 1295
of 1958-1959 UNDER SECTION 80G.
PAN: AAAAB0105G

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আগামী সংবাদ

বেঙ্গ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে, প্রায় প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ভাবে আয়োজন করা হয়েছে বাংলা নাট্যমেলার। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে, রাজধানী দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন নাট্যদলের প্রযোজিত বাংলা নাটক, নাট্যমোদী দর্শকদের কাছে দেখিয়ে থাকি। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে, যে সমস্ত নাট্যদলগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে এই নাট্যমেলার প্রয়াসকে সফল করে তোলেন, আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আগামী ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায়, বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই নাট্যমেলায়, দুটি নাটক দেখানো হবে। যাপনচিত্র প্রযোজিত, সুহান বসু নির্দেশিত নতুন একাঙ্ক নাটক "মহামায়া" এবং নাট্যরঙ্গ প্রযোজিত, সঞ্জয় দেবনাথ নির্দেশিত বাংলা নাটক "গ্যাপ"। সকল নাট্যমোদী দর্শকদের সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

কয়েকদশক ধরে, বহির্বঙ্গে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে, মাতৃভাষার প্রতি আবেগ-ভালোবাসা গড়ে তুলে, বাংলা বইপড়া এবং কেনার অভ্যাসকে উজ্জীবিত রেখে, উদ্যোক্তা হিসাবে, আমরা আজও সুনামের সাথে "দেশের তৃতীয় বৃহত্তম বইমেলা" আয়োজকের মর্য্যাদা ধরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত একবিংশ দিল্লি বইমেলা, আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। পাঁচদিনের এই বইমেলা এবারে অনুষ্ঠিত হবে আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি ভবনেই। কলকাতা থেকে আগত বিভিন্ন প্রকাশক সংস্থার বইয়ের সম্ভার যেমন থাকছে তেমনই গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে থাকবে। এছাড়া প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে। বাঙালির রসনা তৃপ্তির জন্য থাকছে, লোভনীয় সুস্বাদু নানাবিধ খাবারের স্টল, বাঙালির ঐতিহ্যবাহী শাড়ীর বিকিকিনি ইত্যাদি। বিস্তারিত যাবতীয় তথ্য জানতে, চোখ রাখুন আমাদের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজে।

আনন্দ সংবাদ

এক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলেন দিল্লিবাসী। এক ইতিহাসের পথ চলার সূত্রপাত হয়ে, শুভ জন্মাষ্টমীর পূণ্য লগ্নে, প্রতিষ্ঠার ৯৬ বছর পর, এই প্রথম দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনে, দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হল। রাজধানী শহরের অগণিত ভক্ত, এবছর, দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিমা দুর্গাপূজা দেখার সুযোগ পাবেন। অনেকেই অবগত আছেন, বিগত বছরে কেবলমাত্র ঘট স্থাপন করেই এই পূজা সম্পন্ন হয়েছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত জানিয়েছেন,.

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
আপনি কি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে চান?
অথবা সদস্যতা নেবার পর ঠিকানা বা ফোন নং পরিবর্তিত হয়েছে?
যোগাযোগ করুন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে
ফোন নংঃ
+91 7303400554
ইমেলঃ
bengalassociation1819@gmail.com
www.bengalassociation.com

১৯০১ সালে ১৮ অক্টোবর ছিল মহাষষ্ঠী। অর্থাৎ মায়ের বোধন। স্বামীজি প্রায় শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করবেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্বপ্নেও মা দুর্গা এসেছিলেন, দক্ষিণেশ্বর থেকে গঙ্গা পেরিয়ে বেলুড় মঠে। সুতরাং স্বামীজির ইচ্ছা জেনেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্দেশে, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে শুভ উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়েছিল। মাত্র একটি প্রতিমা রাখা ছিল কুমোরটুলিতে। কেউ অর্ডার দিয়েও কোনো অজানা কারণে, সেই প্রতিমা নিতে আসেননি। এ যেন দৈব নির্ধারিত। তবে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শ্রীমায়ের অনুমোদন নেওয়া ছিলো আশু প্রয়োজন। স্বামী প্রেমানন্দ, বাগবাজারে গিয়ে সেকথা বলতেই শ্রীমা সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পুজোর দিনগুলোতে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সেদিনের এই শুভসূচনার পর থেকেই, আজ পর্যন্ত সমস্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনগুলিতে, ঘট স্থাপন করে অথবা সুযোগ মতো প্রতিমা এনে দুর্গাপূজার আয়োজন করা শুরু হয়।

রাজধানী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সংবাদ

গত ৯ই আগস্ট, চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় সমাজ আয়োজন করেছিল বাইশে শ্রাবণ স্মরণে, নৃত্যগীতময় আলেখ্য "রবির কলমে কচ ও দেবযানী"। মিহির বসু এবং অসীম দাসের যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনায়, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

গত ১৩ই আগস্ট, রাজধানী শহরের অন্যতম নাট্যদল, নবপল্লী নাট্যসংস্থা, বাংলা রঙ্গালয়ের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, বিশ্বজিৎ সিনহা নির্দেশিত, পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক নাটক "তিনকড়ি দাসী - দ্য লেডি ম্যাকবেথ" মঞ্চস্থ করেছে চিত্তরঞ্জন পার্কের বিপিন চন্দ্র পাল অডিটোরিয়ামে। নাটকটি রচনা করেছেন শ্রী বিশ্বজিৎ সিনহা এবং সোমা সিনহা। যে সমস্ত আগ্রহী দর্শক প্রথম দিনে হাজির থাকতে পারেননি, সেইসব নাট্যমোদীদের সুবিধার্থে, গত ২০শে আগস্ট, এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয়েছিল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটি অডিটোরিয়ামে। রাজধানী শহরের অন্যতম নাট্যদল, "নবপল্লী নাট্য সংস্থা" জন্মলগ্ন থেকেই রাজধানীর বিশিষ্ট নাট্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের, তাঁদের অবদানের জন্য সম্মাননা জ্ঞাপন করে আসছে। এই ধারাটিকে অব্যাহত রেখে, এই গোষ্ঠী এবছরে রাজধানী শহরের প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী, সুনিপুণ সাংস্কৃতিক কর্মী, সংগঠক, ক্রীড়াবিদ্ এবং সর্বোপরি মঞ্চ ও যাত্রাভিনেতা শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী মহাশয়কে "গুণীজন সম্বর্ধনা" প্রদান

Kumar Hindustani
Vocal Classes
D-14/SL 1, (Block-D)
Dilshad Colony, Delhi-110 095
(M)-9910116112, 011-43020488
কুমার হিন্দুস্তানি সঙ্গীত বিদ্যালয়
মুখ্য সঞ্চালক - শ্রী অখিল কুমার দাস (ইন্দোর গোয়ালিয়র ঘরানা)
সঙ্গীত হলো ভারতীয় কলাশাস্ত্রে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থাপিত একটি জনপ্রিয় শিল্পকলা।
ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতম খেয়াল ঘরানার একটি হলো গোয়ালিয়র ঘরানা।
ঐতিহ্যবাহী ইন্দোর গোয়ালিয়র ঘরানার একজন সঙ্গীতজ্ঞ হলেন শ্রী অখিল কুমার দাস। রাজধানী দিল্লি
শহরে যে কয়েকটি সঙ্গীত বিদ্যালয় রয়েছে, তার মধ্যে কুমার হিন্দুস্তানি সঙ্গীত বিদ্যালয় হলো অন্যতম।
এই সঙ্গীত বিদ্যালয়ে, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ঘরানাদারী শিক্ষণ ব্যাবস্থার মাধ্যমে, অধিক যত্ন সহকারে, সব
ধরণের বাংলা গান, ভজন, গজল এবং শুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখানো হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষা
দেবার ব্যবস্থা সহ, সুযোগ্য সংগীত বিদ্যার্থীদের নিয়ে বাৎসরিক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়।
এছাড়া সংগীত কলা শিখতে আগ্রহী যে কোনো ব্যক্তি অফলাইন, অনলাইন এবং হোম টিউশনের জন্যও
যোগাযোগ করতে পারেন।

দিল্লির বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী বাংলা বই মেলা এবং সাহিত্য উৎসব
২৯শে সেপ্টেম্বর - ২রা অক্টবর ২০২৩ • মুক্তধারা, বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন, ভাই বীর সিং মার্গ, গোল মার্কেট নিউ দিল্লি
বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব
banga
sanskriti
utsav
2023-24
একবিংশতম
দিল্লি
বইমেলা
21st DILLI BOI MELA
29th SEPT - 2nd OCT 2023
@ MUKTADHARA, BANGA SANSKRITI BHAVAN
18-19 BHAI VEER SINGH MARG, GOLE MARKET,
NEW DELHI

করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই হয়তো অজানা, শ্রী গাঙ্গুলী, দিল্লির প্রথম যাত্রা গোষ্ঠী 'শ্রীমতি অপেরা'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি যাত্রাপালায় নির্দেশনার দায়িত্বও পালন করেন। এখনও তিনি স্বমহিমায় মঞ্চের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বর্তমানে তিনি দিল্লির সর্ববৃহৎ বাঙালি সংগঠন বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসাবেও, ওনার গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

গত ১৩ই আগস্ট, রাজধানী দিল্লির সর্ববৃহৎ এবং জনপ্রিয় মহিলা গ্রুপ সহচরী'র উদ্যোগে, অত্যন্ত মনোগ্রাহী, আনন্দময় শ্রাবণ সন্ধ্যা যাপন করা হলো, চিত্তরঞ্জন পার্কের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটির চিত্তরঞ্জন ভবনে। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ শ্রাবণ যাপন অনুষ্ঠানটির শীর্ষক ছিল 'বৃষ্টি ঝরুক হৃদয়ে'। মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, দুজন অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার্স যাঁরা অ্যাসিড আক্রমণের শারীরিক, মানসিক যন্ত্রণা ও ভয়ঙ্কর দুঃসহ অন্ধকার পর্বকে অতিক্রম করে জীবনের পথে সসম্ভ্রমে এগিয়ে গেছেন। সেদিনের অনুষ্ঠানে, এনাদের দুজনকে সংবর্ধনা জানালেন, রাজধানী শহরের বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব, শ্রীমতী মঞ্জু মৈত্র, শ্রীমতী তন্দ্রা মজুমদার এবং শ্রীমতী আরতি ভট্টাচার্য। নীলাম্বরী সহচরীদের উপস্থিতিতে, বৃষ্টির নানা ধরণের বিষয় কেন্দ্রিক প্রস্তুতির মাধ্যমে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সহচরীর শ্রাবণ সন্ধ্যা। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সোমা মণ্ডল, ইন্দ্রাণী দত্ত ও নবনীতা চ্যাটার্জ্জী এবং সুদক্ষ পরিকল্পনা ও পরিচালনায় যত্নের ছোঁয়া রেখেছিলেন শিবানী শর্মা।

গত ১৫ই আগস্ট, লেখা আছে অশ্রু জলে' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে, চিত্তরঞ্জন পার্কের শিবমন্দির কালীবাড়ির, "সুভাষ হল' মঞ্চে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে সমগ্র মঞ্চটি অতুলনীয় তিনরঙা বেলুনে ও পতাকায় রাঙিয়ে তুলেছিলেন উদ্যোক্তাগণ। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস উদযাপনই নয়, এইদিন ঋষি শ্রী অরবিন্দের জন্মতিথি খুবই শ্রদ্ধার সাথে পালন করা হয়েছে। বিপ্লবী, রাজনৈতিক নেতা তথা দার্শনিক এই মহান ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে, কালীবাড়ির প্রেসিডেন্ট মহাশয় ডক্টর শ্রী শীর্ষেন্দু মুখার্জী, জেনারেল সেক্রেটারী ডক্টর প্রদীপ মজুমদার এবং ডঃ অমিতাভ মুখার্জী নানা অজানা তথ্যে আলোকপাত করেন। এমনকি কালীবাড়ির অত্যন্ত সমৃদ্ধ গুণীজনেরা, ঋষি শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে নানা তথ্য তাঁদের বক্তব্যে তুলে ধরে উপস্থিত সকলকে ঋদ্ধ করেন। সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়, মিহির বসু এবং বিশাখা বসুর পরিচালনায়, সপ্তক গোষ্ঠী, বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে রচিত গান পরিবেশন করেন। শ্রী অরুণাভ ধরের সুদক্ষ

পরিচালনায়, ক্রিয়েটিভ ডান্স একাডেমির নৃত্যশিল্পীরা অত্যন্ত সুন্দর একটি নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের আপ্লুত করেন।

গত ১৯শে এবং ২০শে আগস্ট, পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান, রাজধানী দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বাঙালি সংস্কৃতি প্রেমী মানুষদের যথেষ্ট চমক লাগিয়ে দিয়েছে। সংস্থার দ্বিবাৎসরিক এই অনুষ্ঠানটি দিল্লির গালিব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পূর্ব দিল্লির মাননীয় জেলাশাসক শ্রী পুনিত কুমার প্যাটেল। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে এক মঞ্চে একসাথে পঁচাত্তর জন শিল্পীর উপস্থাপনা, 'এক ভারতের খোঁজে' ভারতবর্ষকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এক প্রতিশ্রুতি বহন করে। এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ২২টি ভাষার গান এবং নৃত্যের মেলবন্ধন ঘটে। এরপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশের ব্যান্ড 'জলের গান' তাদের নিজস্ব সুর ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে, অডিটোরিয়ামে এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে যা উপস্থিত দর্শককে বিনা মেঘে বৃষ্টির আনন্দ গায়ে মাখার আনন্দে মাতিয়ে তোলে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে, উত্তরবঙ্গ থেকে আগত লোক শিল্পীদের মেঠো সুর ও গান সহ দক্ষিণী নৃত্যে, বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী স্মিতা চক্রবর্তীর পরিবেশনা দর্শকদের মন জয় করে নেয়। সমাপ্তি দিনের প্রধান আকর্ষণ হিসাবে, বঙ্গললনা অন্বেষা দত্তগুপ্তের সুরেলা কণ্ঠ, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মায়াজালে আবদ্ধ করে। কয়েকটা ঘন্টা দর্শকদের যে কিভাবে কেটে গিয়েছিল, তা বোঝা সম্ভব ছিল না। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রী মৃণালকান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, শুধুমাত্র নৃত্যগীতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই নয়, পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতি দিল্লি এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বিশিষ্ট বাঙালি ব্যক্তিত্বকে সম্মান দিতেও ভোলেনি। ওনার কথায়, পূর্বাঞ্চল বঙ্গীয় সমিতি একই মঞ্চে দু'দিনের এই আনন্দযজ্ঞকে সফল করে তুলে, এক দৃষ্টান্ত রচনা করলো, যা ভবিষ্যতে আরও মসৃন পথে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার রাখবে।

গত ১৯শে আগস্ট সন্ধ্যায়, দিল্লির বঙ্গসংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে সাম্পান গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সম্মানীয় অতিথিদের অন্যতম ছিলেন দিল্লির বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট বাচিক ও অভিনয় শিল্পী শ্রী সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। ওনার অসামান্য কবিতাপাঠ সকলকে মুগ্ধ করে। সেদিনের অনুষ্ঠানে মনোমুগ্ধকর গান ও কবিতা পরিবেশন করেন, দিল্লি শহরের আমন্ত্রিত অতিথি শিল্পীবৃন্দ। সবশেষে সাম্পানের

BENGAL ASSOCIATION
বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন
NEW DELHI
একবিংশতম
দিল্লি বইমেলা
এবং সাহিত্য উৎসব
নৃত্য কলা
প্রতিভা অন্বেষণ
আগামী
১৪ই অক্টোবর, ২০২৩
শনিবার
মুক্তধারা অডিটোরিয়াম
বঙ্গ সংস্কৃতি ভবন
১৮ - ১৯ ভাই বীর সিং মার্গ
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লি
সময় আগামী তে জানানো হবে

শিল্পীবৃন্দ ও আমন্ত্রিত দিল্লির সুপরিচিত নৃত্যশিল্পীরা পরিবেশন করেন নৃত্যগীতিআলেখ্য 'বরষার স্বপ্নে ভিজে'। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন সাম্পানের কর্ণধার শ্রীমতি স্বরূপা মুখার্জী।

গত ২০শে আগস্ট, মাতৃমন্দির লাইব্রেরী হলে বসেছিল 'বঙ্গ সংস্কৃতির আসর'। আগস্ট মাস স্বাধীনতার মাস, আগস্ট মাস বাঙালির রবি অস্ত যাবার মাস। এই দুটি মুখ্য বিষয় নিয়ে গতমাসে আসরের প্রথা মেনে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি গেয়ে আসর শুরু করা হয়। আসরে উপস্থিত সকলেই গানটিতে কণ্ঠ মেলান। এমাসে যে সকল বাঙালি মনীষী জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের নাম পড়ে শোনান শ্রীমতী কাকলী সাহা। আসরের শুরুতেই বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক শ্রীমতী কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং মনীষীদের সম্পর্কে ওনার বক্তব্য রাখেন। এবারের আসরকে কবিতায় মাতিয়ে তোলেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী শ্রী অসীম মিশ্র (কাবু), অধ্যাপক শ্রী দীপেন্দ্র নাথ দাস (V.C. JNU), শ্রী দীনেশ চন্দ্র দাশ মহাশয়। সঙ্গীতের অসামান্য সুরে, আসরকে ভরিয়ে দেন, সংগীত শিল্পী শ্রী অভীক চ্যাটার্জী (শিক্ষক, বিনয় নগর বেঙ্গলী স্কুল), সমবেত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অতিথি সঙ্গীত গোষ্ঠী নিরন্তর (সুনন্দা পাল, অমৃতা ব্যানার্জী, সুজাতা চক্রবর্ত্তী, অর্চনা আচার্য, ললিতা বিশ্বাস, সারদা মাঝি, সুপর্ণা ভৌমিক) এবং একক সঙ্গীতে ছিলেন ভাস্বতী দাস (অধ্যাপিকা, JNU)। প্রতি মাসে যে সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের আদর্শ ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে আসছেন অধ্যাপক অঞ্জন রায় (IIT, Delhi)। এমাসে তিনি শিল্পী লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। গতমাসে যাঁদের জন্মদিন ছিল তাঁদের আসরের পক্ষ থেকে একটি লাল গোলাপ দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করা হয়। অতিথি শিল্পীদের একটি করে লাল গোলাপ দিয়ে অভিনন্দন জানান শ্রীমতী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, শান্তা চট্টোপাধ্যায় এবং রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবারের মতো এবারও উপস্থিত ছিলেন মন্দিরের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী পরিমল ভট্টাচার্য মহাশয় সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ সদস্য সদস্যাগণ। সমবেত কণ্ঠে 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি গেয়ে আসরের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গত ২৪শে আগস্ট, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়ার উদ্যোগে, ইন্ডিয়া হ্যাবিট্যাট সেন্টারের স্টেইন অডিটোরিয়ামে, একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সন্ধ্যায়, পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর সুযোগ্যা শিষ্যা, সঙ্গীত শিল্পী সায়নী পালিত তাঁর সঙ্গীতের ডালি সাজিয়ে, পরিবেশন করেন নানা অঙ্গের গান।

সঙ্গীত চয়নে এবং পরিবেশনায় ছিল যথেষ্ট মুন্সিয়ানা। রাজধানী শহরের সঙ্গীতপ্রেমীদের, এত সুন্দর একটা সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তাদের অশেষ ধন্যবাদ।

গত ২৬শে আগস্ট দক্ষিণ দিল্লী কালীবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রথম দক্ষিণ দিল্লি কবিতা উৎসব। রাজধানী শহরে, এর আগেও আবৃত্তি পাঠের আসর বসলেও, এত বৃহৎ পরিসরে কোলকাতা ও দিল্লির কবি এবং আবৃত্তি শিল্পীদের সমন্বয়ে, এই প্রথম এরকম একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এই উৎসবে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষ স্বনামধন্য কবি জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন দিল্লির সাংস্কৃতিক জগতের অভিভাবক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সমৃদ্ধ দত্ত। বিশেষ সম্মানীয় অতিথি প্রখ্যাত লেখিকা, চিকিৎসক, নারীবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী কর্মী তসলিমা নাসরিনের উপস্থিতি এবং তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে, এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। রাজধানী দিল্লির বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও বাচিক শিল্পী শ্রী ভীষ্মব্রত ভট্টাচার্য এবং বাচিক শিল্পী ও সংবাদ উপস্থাপিকা মৌলী গাঙ্গুলীর সুদক্ষ উপস্থাপনা ও সঞ্চালনা অনুষ্ঠানটিকে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। মনোজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে কবিতা প্রেমী শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া। অনুষ্ঠান শেষে সমস্ত কবি ও শিল্পীদের হাতে উত্তরীয় এবং স্মারক চিহ্ন তুলে দেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুব্রত দাশ ও সহ সভাপতি শ্রী বাসব লাহিড়ী। ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন ডঃ শুদ্ধসত্ব বসু।

গত ২৭শে আগস্ট, চিত্তরঞ্জন পার্কের চিত্তরঞ্জন ভবনে, বাইশে শ্রাবণকে স্মরণে, দুর্দান্ত একটি একক গানের অনুষ্ঠানে, উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী অপর্ণা লাহিড়ী। সাথে ছিল কবিতা পাঠ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, রাজধানী দিল্লির অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা, ইমপ্রেসারিও ইন্ডিয়ার উদ্যোগে, ইন্ডিয়া হ্যাবিটেট সেন্টারের অমলতাস হলে, অসাধারণ একটি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল। রাজধানী শহরের সুপরিচিত মুখ সুখাংশু চ্যাটার্জী 'লকডাউন' শিরোনামে, স্বরচিত কবিতাগুচ্ছ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। শ্রী নবারুণ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায়, 'নানা রঙে নজরুল' ছিল বেশ মনোগ্রাহী পরিবেশনা। সঞ্চালনায় ও পাঠে ছিলেন রাজধানী শহরের দুই বিখ্যাত বাচিক শিল্পী শ্রী প্রদীপ গাঙ্গুলী এবং আভেরি চৌরে। নবারুণবাবু এবং

WANT TO GIVE THEM A GIFT, THAT THEY CAN OPEN AGAIN AND AGAIN?

On the occasion 21st DILLI BOI MELA,
at Muktadhara, Banga Sanskriti Bhavan
Bhai Veer Singh Marg, Gol Market, New Delhi
from 29th Sept'23 - 2nd Oct'23
we are organizing a number of competitions for
the emerging new talents –
music competition, dance competition,
Story Telling competition and painting competition.
Books will be awarded to the participants
as prizes in these categories as well as
for academic excellence.
You may kindly consider sponsoring
the total expenses for the prizes
by donating Rs.25000 which will go a long way
in encouraging these young children.
Alternatively, you may wish to sponsor
a part of the prizes by donating Rs.15000.
We are waiting for a positive response
from all you patrons.

For more information on this please contact
73034 00554

অন্যান্য শিল্পীরা সকলে নজরুলের বিভিন্ন অঙ্গের গান শুনিয়েছেন। মধুরীতা ব্যানার্জীর গান দর্শকদের বিশেষ নজর কেড়েছিল। নবারুণ বাবুর 'শূন্য এ বুকে' এবং 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়' গানে ভাটিয়ালির টান ও গীটারের একতারা, বৈচিত্র্য আনে বেশ। যন্ত্রসঙ্গীতে, তবলায় শ্রী জয়ন্ত সেনগুপ্ত, এস্রাজে গায়েন চানাকা এবং মিন্টল গাজী গিটারে শিল্পীদের দারুণভাবে সহযোগিতা করেছেন।

রাজধানী দিল্লির আগামী সাংস্কৃতিক সংবাদ

আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর, জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পূর্ব দিগন্ত ফাউন্ডেশন এই প্রথম, বঙ্গসংস্কৃতি ভবনের মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আয়োজন করতে চলেছে "The Woman আমি নারী" শীর্ষক একটি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। বিভিন্ন বিষয়কে থিম করে, বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হলেও, রাজধানী শহরে শুধু মাত্র নারীজাতির প্রতি সম্মান জানিয়ে, এই উৎসব উদযাপন করার প্রকৃত কারণ জানতে চাইলে, সংস্থার অন্যতম মুখ শ্রী শুভাশীষ গুপ্ত জানিয়েছেন, আমাদের পুরুষতান্ত্রক সমাজব্যবস্থায়, একজন নারীকে শুধুমাত্র তার সৌন্দর্য্য নিয়েই, বিধিনিষেধের বেড়াজালে রেখে বিচার করা হয়। ভাবলে অবাক হতে হয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমার দেশ চন্দ্রায়নে সাফল্য পেলেও, সামাজিক অবক্ষয়ে আজও বহু নারী অবহেলিত, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, তংাদের জীবন প্রায় বিপন্ন। সমাজে আজও বহু মানুষ, নারীদের পোশাকী আবরণে বিচার-বিশ্লেষণ করলেও, নারীদের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য, তার মানসিক শক্তি এবং কোমল হৃদয়ের হদিস রাখেন না। কিন্তু আর দেরি নয়, দুয়ার মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি বেজে উঠেছে। সময় হয়েছে নারীর নিজের অবস্থানকে শক্ত করার, হাতে হাত ধরে আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গল ঘট ভরার। এমনই পুণ্য লগ্নে, একগুচ্ছ শর্টফিল্ম নিয়েই এই সযত্ন আয়োজন। যে ছবিগুলোর সাথে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত আছেন এক বা একাধিক নারীরা। মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। সাথে থাকছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র এবং পায়েল সরকার। বিভিন্ন স্বাদের ছবি নিয়ে হাজির থাকবেন, পরিচালক রেশমী মিত্র, প্রমিতা ভৌমিক, মানস বসু এবং রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। তারকাদের সমাবেশে, দর্শকদের জন্য থাকছে মুখোমুখি আলাপ আলোচনার সুযোগ। এই উৎসবে অবাধ প্রবেশের মাধ্যমে, সিনেমামোদী দর্শকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন উদ্যোক্তাগণ।

আগামী ১৬ এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর (শনিবার এবং রবিবার) পার্পল টাচ ক্রিয়েটিভস এবং দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ির যৌথ উদ্যোগে, দক্ষিণ দিল্লি কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে

I'm deeply connected to the people. I'm looking to serve and I assure you, you will become your own Healer.

Please DM/Call for Discovery & Clarity.

অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সোনাঝুরির হাট ও লোকসংস্কৃতি উৎসব। রাজধানীর বুকে, কোপাই নদীকে কাছে না পেলেও, কালীবাড়ির মাঠে, এই সোনাঝুরির হাটে, শান্তিনিকেতন, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের লোকশিল্পীরা পরিবেশন করবেন, রায়বেঁশে নৃত্য, ঝুমুর নৃত্য এবং সারাদিন ব্যাপী আপনাদের অপেক্ষায় থাকবে বাউল আখড়া। এই উৎসবে লোকসঙ্গীত পরিবেশনে উপস্থিত থাকবেন, বিশিষ্ট শিল্পী ইলা মা, আয়ূষী, লক্ষণ দাস বাউল এবং স্বপন অধিকারীর মতো গুণী শিল্পীবৃন্দ। প্রবেশ অবাধ। তাই কোনো আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই।

আগামী ১৬ এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর, জোহরা সেহগাল ট্রাস্ট এবং আরও কয়েকটি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে, ইন্ডিয়া ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টারের সি ডি দেশমুখ অডিটোরিয়ামে দুদিনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমদিনে, জয়তী ঘোষের পরিচালনায় 'রবি গীতিকা' সঙ্গীত পরিবেশনে থাকবেন এবং এরপর পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ঢাকি শিল্পীগণ দ্বারা একটি অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনে গোপা বসুর নির্দেশনায়, চিত্তরঞ্জন পার্ক বঙ্গীয় সমাজ প্রস্তুত করবেন, মনোজ মিত্রের নাটক 'বনজোছনা'। পরবর্তী নাটক হিসাবে, দিল্লির 'থিয়েটার প্লাটফর্ম' তাঁদের বহু চর্চিত নাটক 'সূর্যের অন্তিম কিরণ থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ পর্যন্ত' প্রস্তুত করবেন। সুরেন্দ্র বর্মার মূল হিন্দি নাটক থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ভাস্বতী ঘোষ এবং নাটকটির নির্দেশনায় আছেন বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রী পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্য্য। উৎসাহী নাট্যপ্রেমী দর্শকের সাদর আমন্ত্রণ রইল। এই দুদিনের অনুষ্ঠানে কোনো প্রবেশমূল্য নেই।

আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, বঙ্গ পরিচয়ের উদ্যোগে, নয়ডার ইন্দিরা গান্ধী কলা কেন্দ্রে, মঞ্চস্থ হতে চলেছে, নাটক 'ননীবালাদের কথা'। নাটকটি রচনা এবং নির্দেশনায় আছেন, শ্রী রবিশঙ্কর কর। আমন্ত্রণ পত্রের জন্য অবশ্যই উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে আকৃতি ড্রামা সোসাইটির ২১তম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে, নাট্যকার শ্রী সৌভিক সেনগুপ্ত'র নির্দেশনায়, দুটি নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে। প্রথম নাটকটি পাওলো কোয়েলহোর 'The Devil and Miss Prym' অবলম্বনে শঙ্কর বসু ঠাকুর রচিত একটি বাংলা নাটক 'তিমির হনন' এবং দ্বিতীয় নাটকটি শিরশেদ মুখোপাধ্যায়ের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হিন্দি নাটক 'রুবারু'। শুধুমাত্র আমন্ত্রণমূলক পাসের মাধ্যমেই এই দুটি নাটক দেখা যাবে। আগ্রহী দর্শকেরা উদ্যোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

একটি বিশেষ আবেদন

বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন, দিল্লি এবং সংলগ্ন বাঙালিদের কাছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবরাখবর "অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ" নামক একটা মাসিক ক্ষুদ্র পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে। প্রত্যেক মাসে সকলকে বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও আমাদের কাছে সব অনুষ্ঠানের খবরাখবর এসে পৌঁছায় না। **যে সমস্ত ব্যক্তি বা সংগঠন, দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কাছে এই মাসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংবাদ পাঠিয়েছেন, আমরা চেষ্টা করেছি সেগুলো যথাসম্ভব এই সংখ্যায় তুলে ধরার। সকলকে আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা।**

আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, যদি আপনারা নিজ এলাকার সাংস্কৃতিক সংবাদ, প্রত্যেক মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের কাছে সযত্নে পাঠিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা যথাসম্ভব সেগুলো প্রকাশ করে সবার কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হবো। আপনারা এই সমস্ত সংবাদ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি এই তিনটির যেকোনো ভাষায় আমাদের কাছে ই-মেল করে (associationsangbad@gmail.com) অথবা আমাকে ব্যক্তিগত হোয়াটস্যাপ (রাজা চট্টোপাধ্যায় 9810484734) মাধ্যমেও পাঠাতে পারেন।

Editor and Publisher Shri Prodip Ganguly
Published on behalf of Bengal Association, New Delhi.
Designed & Composed by Roma Chakraborty, C.R. Park, 9213134487